যায়যায়দিন

25 JUN 2007

লেদার টেকনলজি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ

পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন প্রিন্সিপাল

সাধীয়া খান

লেদার টেকনলজি কলেজের প্রিন্সিপাল পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। গতকাল পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর সংগ্রহ করার জন্য সাংবাদিকরা জড়ো হলে প্রিন্সিপাল ড. খান রেজাউল করিম সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। টিভি ক্যামেরা অ্যাভয়েড করার জন্য এক পর্যায়ে তিনি বাথরুমে আশ্রয় নেন। পরে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, কলেজে প্রথম বছরের শিক্ষার্থীরা এখনো ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেনি, চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা এখনো সিলেবাস পায়নি, চার বছরের গ্রাজুয়েশন সাত বছরেও শেষ করতে পারেনি শিক্ষার্থীরা। শিক্ষক স্বল্পতা এবং নানা অনিয়মের কারণে এ বছর প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি করা সম্ভব হয়নি।

কলেজের এসব সমস্যা নিয়ে গতকাল সকাল ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকে প্রিন্সিপালের রুমের সামনে। সোয়া ১১টায় প্রিন্সিপাল ড. খান রেজাউল করিম রুম থেকে বের হন। বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা নানা সমস্যার কথা বলতে থাকলে তিনি বলেন, এতো উত্তর আমি দিতে পারবো না। তোমাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু সব ব্যাপারেই তো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় লাগবে।

তিনি বলেন, তোমাদের সমস্যা নিয়ে আজ শিক্ষকদের সঙ্গে মিটিং করবো। তোমাদের সঙ্গে কাল-পরশু আমি বসবো। আমি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সমস্বরে বলে ওঠে আর কতো অপেক্ষা করবো স্যার? ছয় মাস ধরে আপনি আমাদের একই কথা বলেছেন। সমস্যার কোনো সমাধান আপনি দিতে পারেননি। প১৫>> ক৭

পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আপনি যদি দায়িত্ব পালন করতে না পারেন তাহলে পদত্যাগ করেন। আমরা আপনাকে চাই না। এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রিন্সিপালের অপসারণ দাবি করে। এভাবেই প্রিন্সিপালের রুমের সামনে প্রায় ঘণ্টাখানেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ে বাগবিতণ্ডা চলে।

বাগবিতণ্ডার এক পর্যায়ে প্রিন্সিপাল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য মিটিংয়ে বসতে রাজি হন। দুপুর ১২টার দিকে শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা কনফারেন্স রুমে আলোচনায় বসে।

আলোচনা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর বেসরকারি টিভি চ্যানেল সিএসবির রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যান সেখানে উপস্থিত হলে তারা সেখানে কার অনুমতি নিয়ে এসেছেন সে প্রশ্ন করেন এবং তাদের পাশের রুমে বসতে বলেন। মিটিং চলাকালে আরেক টিভি চ্যানেল এনটিভির ক্যামেরাম্যান ও রিপোর্টার সেখানে উপস্থিত হলে তিনি তাদের দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ক্যামেরায় নিজের মুখ না দেখানোর জন্য লুকিয়ে রাখেন। এক পর্যায়ে তিনি বাথরুমে চলে যান। পরে বের হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফোন করে পরিস্থিতির বিবরণ দেন। আড়াইটা পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিটিং চলে। এরপর শুরু হয় অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে প্রিন্সিপালের মিটিং। এ মিটিং চলে প্রায় এক ঘণ্টা। মিটিং শেষে প্রিন্সিপাল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন 'তোমরা ভালো থেকো'। ভালো থাকার উপদেশ দিয়েই কলেজ ত্যাগ করেন তিনি। সূত্র জানায়, মিটিং শেষে প্রিন্সিপাল শিক্ষকদের বলেন, আমি হয়তো আর আসবো না।

আমার পারসোনাল জিনিসগুলো আপনারা পাঠিয়ে দেবেন। আর আমার জন্য দোয়া করবেন। সূত্র আরো জানায়, মিটিং শেষে প্রিন্সিপাল ডিসি অফিসে যান। তবে তিনি লিখিত কোনো পদত্যাগপত্র জমা দেননি বলে সূত্র জানিয়েছে।